গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা, রূপায়ণ ও তদারকির ম্যানুয়াল

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচি - দ্বিতীয় পর্যায়

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী সৌম্য পুরকায়েত
প্রকল্প অধিকর্তা, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচি - দ্বিতীয় পর্যায় এবং
বিশেষ সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচির আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকি করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । এই বিষয়ে বিগত কয়েক বছরে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে যেমন বেশ কিছু নির্দেশিকা বেরিয়েছে তেমনি কর্মসূচির পক্ষ থেকেও বেশ কিছু নির্দেশিকা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে । উল্লেখ করা প্রয়োজন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো একটি বা দুটি তহবিলের পরিকল্পনা রচনা বা রূপায়ণের জন্য সহায়তা প্রদান করে না বরং সামগ্রিকভাবে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তার আগামী বছরের পরিকল্পনার দিশা কী হবে বা পরিকল্পনাটি কীভাবে তৈরি বা রূপায়ণ হবে সেই বিষয়ে সহায়তা প্রদান করে । এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবলমাত্র মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচির পরিকল্পনা । এই বিষয়ে রাজ্য স্তরে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে যেভাবে নির্দেশিকা দেওয়া হবে সেইভাবেই গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং সেটিকে মূল গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে । বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচি রাজ্যের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায়তা দিতে শুরু করেছে । দেখা যাচ্ছে যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নতুন ভাবে কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল তাদের মধ্যে পরিকল্পনা রচনার দিশা কী হবে বা পদ্ধতি কী হবে সেই সকল বিষয়গুলি নিয়ে বহু প্রশ্ন রয়েছে । এছাড়া বিভিন্ন নির্দেশিকা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ হয়েছে এবং সময়ের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো নির্দেশিকা পরিবর্তনেরও প্রয়োজন আছে । এই প্রেক্ষিতেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাছে একটি সহজ, সরল এবং সংক্ষিপ্ত ম্যানুয়ালের প্রয়োজন আছে বলে জেলাগুলি থেকে দাবি উঠে এসেছে । এই ম্যানুয়ালটি তৈরি করার সময় খেয়াল রাখা হয়েছে পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকি করার ক্ষেত্রে কোন কাজটি কখন, কীভাবে করতে হবে এবং কে করবেন এই বিষয়গুলি যেন স্পষ্ট হয় । এছাড়া পরিকল্পনা রচনার সময় সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল প্রশ্নগুলি উঠে আসে সেগুলিরও যথাসম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । ম্যানুয়ালটি যাতে অতিরিক্ত তাত্ত্বিক না হয়ে ওঠে বরং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রকৃত হাত বই হিসাবে কাজে লাগে সেই বিষয়েও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ।

সবশেষে বলা প্রয়োজন গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় মানুষের অংশগ্রহণ প্রতিফলিত হওয়ার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনার (GPDP) আওতায় যে নির্দেশগুলি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে এই ম্যানুয়ালের কোনো বিরোধ নেই । এই ম্যানুয়ালে মানুষের চাহিদাগুলিকে কীভাবে পরিকল্পনায় রূপ দেওয়া হবে সেই সম্বন্ধেই বিশদে আলোচনা করা হয়েছে । আশাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকির এই ম্যানুয়ালটি পেয়ে উপকৃত হবেন ।

(সৌম্য পুরকায়েত)

একটি ঘটনা :

২০১৭-১৮ সালে ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের আওতায় ২৮ লক্ষ টাকা পেয়েছে । প্রাপ্ত টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতে আসার পর প্রধান সাহেব গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভাতে বিষয়টিকে উপস্থাপনা করে প্রস্তাব দেন, কী কী কাজ করা হবে তা পরিকল্পনার নথি দেখে ঠিক করা হোক । গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব আলমারি থেকে ২০১৭-১৮ সালের পরিকল্পনার নথিটিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের আওতায় কী কী কাজ ধরা আছে তা পড়ে যেতে থাকলেন । দেখা গেল ১২টি গ্রাম সংসদের গ্রামবাসীই কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের টাকা থেকে সুফল পেতে চলেছে কারণ প্রত্যেক গ্রাম সংসদের জন্যই রাস্তা সংস্কার, নতুন পানীয় জলের নলকূপ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণ এবং অন্যান্য আরো অনেক কাজ ধরা আছে । গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবের পরিকল্পনার অন্তর্গত কাজগুলি পড়ার মাঝেই প্রধান সাহেব থামিয়ে দিয়ে বললেন- 'মোট কত টাকা ধরা আছে বলুন তো কেন্দ্রীয় কমিশনের আওতায় ?' দেখা গেল ২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা নেওয়া আছে । 'যাঃ, তাহলে তো আবার নতুন করে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে কারণ এত টাকা তো পাওয়া যায় নি ।' শুরু হয়ে গেল গ্রাম পঞ্চয়েতের সদস্যদের মধ্যে তুমুল বাগবিতন্ডা । সকল নির্বাচিত সদস্যই দাবি করতে থাকলেন তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে । সকলকেই খুশি করার চেষ্টায় প্রধানসাহেব একটি সমাধানসূত্রও বের করলেন - সকল গ্রাম সংসদকে ২৮ লক্ষ টাকা সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হল । এরপর তিনি সকল গ্রাম সংসদ সদস্যদের অনুরোধ করলেন তারা যেন ২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকায় কোন গ্রাম সংসদে কী কাজ করা হবে তা পঞ্চায়েতে জানিয়ে দেয় ।

প্রশ্ন হল -

১) বিগত বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিশ্রম করে পরিকল্পনাটি তৈরি করার কোনো দরকার ছিল কি ?

২) ২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকায় কী কী কাজ করা হবে তা যদি নির্বাচিত সদস্যরাই ঠিক করে নেন তাহলে গ্রাম সংসদের সভায় জনগণের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন আছে কি ?

৩) প্রতি গ্রাম সংসদে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকায় যে কাজগুলি করা সম্ভব হবে সেগুলি কি যথেষ্ট টেকসই হবে ?

উপরের যে ঘটনাটি বলা হল তা কেবল ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নয়, রাজ্যের বহু গ্রাম পঞ্চায়েতেই দেখা যায় যা গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরির যে নির্দেশিকাগুলি আছে তার পরিপন্থী । ২০১০-১১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের নয়টি জেলার ১০০০টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণের ক্ষেত্রে নিবিড় সহায়তা দিয়ে আসছে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচি । বর্তমানে এই কর্মসূচি রাজ্যের সকল জেলার সকল গ্রাম পঞ্চায়েতেই সহায়তা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে । উল্লেখ করা যেতে পারে এই কর্মসূচির অন্যতম প্রত্যাশিত সুফল হল রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তাদের পরিকল্পনাগুলি নিজেরা দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করতে পারবে । বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি একদিকে যেমন ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের পরিকল্পনাটি রূপায়ণের কাজ করছে, তেমনি ২০১৮-১৯ সালের জন্য পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করার কাজটিও শুরু করতে চলেছে । গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল, যে অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত পাবে তার সুষ্ঠু ও যথাযত ব্যবহার করা যার ফলে গ্রামের মানুষের বিশেষ করে দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা মানুষদের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি হবে । এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যাতে যথাযত ভাবে একটি পরিকল্পনা রচনা করতে পারে এবং তার রূপায়ণ ও তদারকি সঠিক ভাবে করতে পারে তার জন্য একটি ম্যানুয়াল তৈরি করা হল । এই ম্যানুয়ালের উদ্দেশ্য হল -

- গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা বৃদ্ধি
- পরিকল্পনা রচনার জন্য কোন কোন তহবিল কত পরিমাণে পেতে পারে এবং সেই তহবিল থেকে কী কী কাজ করতে পারবে সেই সম্বন্ধে ধারণা বৃদ্ধি
- পরিকল্পনা রচনা করার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা বৃদ্ধি
- পরিকল্পনা রূপায়ণ ও তার তদারকি কীভাবে হবে সেই সম্বন্ধে ধারণা বৃদ্ধি

১. গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্য

গ্রাম পঞ্চায়েত হল জনগণের দ্বারা নির্বাচিত স্থানীয় সরকার । স্থানীয় সরকার হিসাবে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যতম দায়িত্ব । এই দায়িত্বকে মাথায় রেখে এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন, দরিদ্র মানুষদের

আর্থিক উন্নয়ন, অসহায়-সহায় সম্বলহীন মানুষকে সামাজিক সহায়তা দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত করে থাকে । পঞ্চায়েত আইনের ১৯ (১) ধারা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত, এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠান জন্য একটি পাঁচ বছরের এবং একটি এক বছরের পরিকল্পনা রচনা করবে । পাঁচ বছরের পরিকল্পনা সাধারণত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এলাকার মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে তৈরি করা হয় যেখানে পাঁচ বছর পর গ্রাম পঞ্চায়েত কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় তার স্পষ্ট দিশা থাকবে । বাৎসরিক পরিকল্পনা গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রতি বছর তৈরি করতে হয় এবং পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় এলাকার উন্নয়নের যে অভিমুখ ঠিক করে দেওয়া হয় তার ভিত্তিতে জনগণের আশু প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ভিত্তিতে তৈরি করা হয় । বাৎসরিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল

- ❖ গ্রামীণ এলাকার পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা যাতে গ্রামের মানুষের আশু চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সুষ্ঠু ভাবে পূরণ করে জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে,
- ❖ গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র, অসহায়, সহায়-সম্বলহীন মানুষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া যাতে তাদের আর্থিক উন্নতি হয় এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়,
- ❖ স্থানীয় এলাকার আর্থিক, সামাজিক, লিঙ্গ সহ অন্যান্য বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের সুফল যাতে সকলের কাছে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করা ।

২. গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল

গ্রাম পঞ্চায়েতকে যথাযত পরিকল্পনা তৈরি করতে গেলে তার তহবিলের উৎসগুলি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রাখতে হবে । কোন তহবিল কত পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে এবং কোন তহবিল থেকে কী কী কাজ করা যায় সেই সম্বন্ধে ধারণার অভাব থাকলে সঠিক পরিকল্পনা তৈরি করা কিছুতেই সম্ভব নয় । এখন দেখে নেওয়া যাক বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলের উৎসগুলি কী কী -

- কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের মূল অনুদান
- যোগ্যতাভিত্তিক প্রাপ্ত অনুদান (এর মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচি, রাজ্য অর্থ কমিশন ও কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের যোগ্যতাভিত্তিক তহবিল আছে)
- নিজস্ব তহবিল
- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচির তহবিল
- অন্যান্য তহবিল, যেমন-বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন তহবিল, মিশন নির্মল বাংলার তহবিল ইত্যাদি

২.১ কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের মূল অনুদান

চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত বরাদ্দ দুইটি অংশে পাওয়া যাবে । একটি হল মূল অনুদান এবং অপরটি হল যোগ্যতাভিত্তিক প্রাপ্ত অনুদান । উল্লেখ করা যেতে পারে, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রধানত প্রাথমিক নাগরিক পরিষেবার উদ্দেশ্যে এই বাবদ প্রাপ্তব্য বরাদ্দের সদ্ব্যবহার করতে হবে । যে যে কাজের জন্য এই বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দ খরচ করা যাবে তা নীচে উল্লেখ করা হল ।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজ উদ্যোগে পানীয় জলের ব্যবস্থা (যেমন- নিজ এলাকার মধ্যে নলবাহিত পানীয় জলের প্রকল্প, পুরাতন নলকূপ মেরামত করা বা তুলে বসানো, নলকূপের চাতাল তৈরি ও/বা মেরামত, প্রয়োজনে পানীয় জলের জন্য নলকূপ বসানো ইত্যাদি) ।
- জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের সহায়তায় বা তার সঙ্গে যৌথভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থাপনা (যেমন জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের অধিনস্থ যে সব নলবাহিত পানীয় জল সরবারাহ প্রকল্প বা তার আওতাভুক্ত কোনো সম্পদ গ্রাম পঞ্চায়েতে হস্তান্তরিত হতে চলেছে, সেই সব প্রকল্পের বা সম্পদের আওতায় পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা, যেখানে প্রয়োজন সেখানে রিগ-বোরের মাধ্যমে নিতান্ত প্রয়োজনে নতুন নলকূপ বসানো বা পুরাতন নলকূপ মেরামত করা বা তুলে বসানো, নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণ করে জলের গুণমান পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারের ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন-ভিত্তিক সহায়তা ইত্যাদি) ।

- ময়লা জল-নিষ্কাশন, কঠিন ও তরল আবজর্না-নিষ্কাশন বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শৌচাগার সহ স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক কাজ ।
- ঝড়বৃষ্টি-জনিত জমা জল-নিষ্কাশন সংক্রান্ত জনগোষ্ঠীভিত্তিক কাজ ।
- সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জনগোষ্ঠীভিত্তিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ।
- রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ ।
- রাস্তাঘাটে বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে আলোর ব্যবহার ।
- কবরস্থান ও শ্মশানের উন্নতিসাধন ও ব্যবস্থাপনা ।
- পঞ্চায়েত আইন ও বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট তথা এলাকার সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নাগরিক পরিষেবার উন্নতি সাধনের জন্য, রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত বিভাগের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজন ভিত্তিক কাজ ।
- মূল অনুদান বাবদ বরাদ্দের ১০ শতাংশ পর্যন্ত, রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত বিভাগের অনুমোদনক্রমে, প্রশাসনিক ও কারিগরি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিবিধ কাজ ।

উল্লেখ করা যেতে পারে এই অনুদান অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় করা যাবে এমন কাজ (যেমন- পুকুর/জলাধার/খাল বা সেচের কূপ খনন বা পুনঃখনন করা বা রাস্তার জন্য মাটি কাটার কাজ) করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না । এছাড়া এই অনুদান দিয়ে ব্যক্তিগত ও একক পরিবারভিত্তিক কাজের পরিবর্তে জনগোষ্ঠী ভিত্তিক এবং সর্বসাধারণের পরিষেবার কাজে লাগে এমন কাজ করতে হবে ।

২.২ যোগ্যতাভিত্তিক প্রাপ্ত তহবিল

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাৎসরিক অগ্রগতির মূল্যায়ন হয়ে থাকে । এই মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হলে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি একটি যোগ্যতাভিত্তিক প্রাপ্ত তহবিল পাবে । এই তহবিলের আওতায় একদিকে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের তহবিল আছে তেমনি রাজ্য অর্থ কমিশনের সম্পূর্ণ তহবিল এবং কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের আওতায় যে যোগত্যাভিত্তিক তহবিল সেটিও আছে । উল্লেখ করা যেতে পারে, এই তিনটি তহবিল একত্রেই গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগত্যাভিত্তিক তহবিল হিসাবে বিবেচিত হবে । অন্য ভাবে বলা যেতে পারে এই তিনটি তহবিলের জন্য সকল নিয়ম একই রকম হবে অর্থাৎ কীভাবে এর ব্যবহার হবে, কোন কাজ করা যাবে বা যাবে না এই সব বিষয়গুলি সমগ্র যোগত্যাভিত্তিক প্রাপ্ত তহবিলের ক্ষেত্রে একই রকম । এই যোগত্যাভিত্তিক প্রাপ্ত তহবিলও বহুলাংশেই নিঃশর্ত তহবিল । সাধারণভাবে গ্রামীণ মানুষদের পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য এই তহবিল খরচ করা যায় । এক্ষেত্রে একটি ঋনাত্মক কাজের তালিকা আছে তার অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এই অনুদান থেকে রূপায়ণ করতে পারবে না । ঋনাত্মক কাজের তালিকাটি নীচে দেওয়া হল ।

ক) পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় যেমন তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার বা তাদের অধিকার সম্বন্ধীয় কোনও বিশেষ সংস্থানকে উপেক্ষা করে বা তার পরিপন্থী এমন কোনও কাজ,

খ) মানুষের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করে অথবা মানুষের মধ্যে জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ অথবা লিঙ্গ বৈষম্যের সৃষ্টি করে এমন কোনো কাজ,

গ) মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি ধর্মীয় পরিকাঠামো বা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ বা তার রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কোনও কাজ,

ঘ) এমন কোনও কাজ যা বন বা বন্যপ্রাণীদের পক্ষে ক্ষতিকর - মুখ্য বনাঞ্চল আধিকারিকের অনুমতি ছাড়া বন্য প্রাণীদের বসতি এলাকার ক্ষতি বা পরিবর্তন করে এমন কাজ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত এলাকার ভিতর বা বাইরে প্রবাহমান জলস্রোতের ধারাকে পরিবর্তন করে বা থামিয়ে দেয় বা বাড়িয়ে দেয় এমন কোনো কাজ

ঙ) বন বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় (জাতীয় উদ্যান, বন্য প্রাণী সংরক্ষিত এলাকা, ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকা ইত্যাদি) বন বিভাগের অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ

চ) বন বিভাগের অনুমতি ছাড়া এমন কোনো কাজ যার জন্য বনাঞ্চল নয় এমন এলাকায় ৩টির বেশি গাছ কাটতে হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ বৃক্ষ (বনাঞ্চল নয় এমন এলাকার নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ) আইন, ২০০৬ অনুসারে নির্দিষ্ট তপসিলে উল্লেখিত গাছগুলি কাটা

ছ) কোনও সংরক্ষিত বনাঞ্চল বা অভয়ারণ্যের এক কিলোমিটারের মধ্যে বন দফতর, পরিবেশ দফতর ও পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমতি ছাড়া পর্যটন-পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত কোনও কাজ (হোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসর্ট ইত্যাদি তৈরি)

জ) বন দফতরের ছাড়পত্র ছাড়া বনাঞ্চলের জমি ব্যবহার করে বন সংক্রান্ত নয় এমন কোনও কাজ, কেবলমাত্র তপসিলী উপ-জাতি এবং অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস সংক্রান্ত (বনাঞ্চল অধিকার সংক্রান্ত) আইন ২০০৬-এর আওতাধীন যে সুযোগ আছে তা ব্যতিত

ঝ) বন বিভাগের (জেলা বন আধিকারিক) অনুমতি ছাড়া বনাঞ্চল এলাকা থেকে কাঠ বা কাঠ ব্যতিত বন সংক্রান্ত অন্যান্য দ্রব্যের পরিবহন সংক্রান্ত কাজ (কেবলমাত্র তপসিলী উপ-জাতি এবং অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস সংক্রান্ত (বনাঞ্চল অধিকার সংক্রান্ত) আইন ২০০৬-এর আওতাধীন যে সুযোগ আছে তা ব্যতিত)

ঞ) গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা জমি কেনা

ট) জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা ও পরামর্শ ছাড়া আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড প্রবণ এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ উৎস থেকে পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত কাজ

ঠ) জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী পানীয় জল মানুষের পান করার পক্ষে নিরাপদ কিনা তা পরীক্ষা না করে (জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ ও পানীয় জলের জন্য ইন্ডিয়ান স্ট্যানর্ডাড আই.এস. ১০৫০০:২০১২ অনুযায়ি) পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত কাজ

ড) জেলা স্তরের গ্রাউন্ড ওয়ারাট রির্সোস ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অনুমতি ছাড়া সেচের কাজে জল ব্যবহার করার জন্য কোনো নলকূপ বা কুয়ো থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মাধ্যমে জল উত্তোলন সংক্রান্ত কাজ

ঢ) মোট উচ্চতা ৭ মিটারের বেশি এমন বাঁধ [জোড় বাঁধ (check dams), বেড়ি বাঁধ (embankments) ইত্যাদি] তৈরি সংক্রান্ত কোনও কাজ

ণ) জেলা মৎস্য আধিকারিকের নির্দেশিকা না মেনে প্রবহমান নদীর উপর মাছের যাতায়াতের পথ না রেখে বাঁধ বা ওই ধরনের কোনও কাঠামো তৈরি সংক্রান্ত কোনও কাজ

ত) ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দ্বারা Ia, Ib এবং II শ্রেণীভুক্ত কীটনাশকের ব্যবহার, মজুত অথবা প্রচার ও প্রসার সম্বন্ধীয় কোনও কাজ

থ) পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র বা পারমিট (বিধিনিষেধ অনুসারে, স্থাপনা ও পরিচালনা করার অনুমতি সহ) ছাড়া খনিজ পদার্থ উত্তোলন বা শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কিত কাজ

দ) পুরনো স্থাপত্যমূলক, জীবাশ্ম সংক্রান্ত, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, শৈল্পিক বা সাংস্কৃতিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থান, প্রাকৃতিক নৈসর্গ, বস্তু, সৌধ বা কাঠামোর পক্ষে ক্ষতিকারক এমন কোনও কাজ

- সংরক্ষিত সৌধের ১০০ মিটার ব্যসার্ধের মধ্যে নির্মাণ, উত্তোলন বা খোঁড়া সংক্রান্ত কোনো কাজ
- ন্যাশানল মনুমেন্টস অথরিটির অনুমতি ছাড়া সংরক্ষিত এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ বা রেগুলেটেড এলাকায় নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ

ধ) উপকূলবর্তী এলাকায় -

অ) অশোধিত বর্জ্য ও ক্ষতিকর রাসায়নিক ফেলা

আ) জোয়ারে জল যত দূর অবধি আসে সেই ২০০ মিটার থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত এলাকার মধ্যে পানীয় জল, কৃষিকাজ, উদ্যানপালন ও মাছচাষের জন্য সাধারণ কূপ থেকে হাতে তোলা জল ছাড়া অন্য কোনও পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ জল উত্তোলন সংক্রান্ত কোনও কাজ

ই) সমুদ্র-ভাঙ্গন রোধ, জল যাতায়াতের পথ পরিস্কার রাখা, জোয়ার-ভাঁটা নিয়ন্ত্রক ও ঝড়-বৃষ্টির পর জল নিকাশির পথ ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ এবং মিষ্টি জলের প্রবাহে লবণাক্ত জলের মিশে যাওয়া আটকানো সংক্রান্ত কাজ ছাড়া সমুদ্রের জলের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা বা জলের স্বাভাবিক প্রবাহ রোধ করে জমি পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কোনও কাজ

ঈ) বালি, পাথর বা শিলাস্তরের অন্যান্য পদার্থ তোলার জন্য খনন কাজ

উ) উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় (Coastal Regulation Zone বা CRZ-I ও CRZ-III-এ) জোয়ারের সময় জলের উচ্চতম সীমারেখা এবং ভাঁটার সময় জলের নিম্নতম সীমারেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উপকূলবর্তী এলাকা ব্যবস্থাপক সংস্থার (West Bengal State Coastal Zone Management Authority) অনুমোদন ছাড়া কোনও নির্মাণ কাজ

ঊ) উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় (CRZ-II) রাস্তা থেকে সমুদ্রপর্যন্ত এলাকায় কোনো নির্মাণ কাজ

ন) বর্তমান আইন ও সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সমস্ত কাজ করা উচিত নয়

প) সামরিক, আধাসামরিক বা ওই জাতীয় কোনও কাজ

ফ) মদ বা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় উৎপাদনের কাজ

ব) কাঁচা তামাক বা তার অবশেষ ব্যবহার করে উৎপাদন, বিক্রি ইত্যাদি

ভ) তামাক বা তামাক জাতীয় বস্তু প্রক্রিয়াকরণ (প্রক্রিয়াকরণের ফলে তৈরি বস্তুতে তামাক না থাকলেও) ইত্যাদি

ম) তেজস্ক্রিয় বস্তু বা ওই সম্পর্কিত কোনও বস্তুর উৎপাদন ও লেনদেন

য) যে সকল জেলা বাংলাদেশের সাথে সীমান্তবর্তী, সেই জেলার সেমি ক্রীটিক্যাল ব্লকগুলিতে সেচের কাজের জন্য জল উত্তোলন সংক্রান্ত কাজ

র) মুক্তো, মূল্যবান রত্ন উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ

ল) পরমাণু চুল্লী ও তার অংশ, পরমাণু জ্বালানি বা তার আধার বা ওই সংক্রান্ত বস্তুর উৎপাদন বা লেনদেন

ব) তামাক প্রক্রিয়াকরণের যন্ত্রপাতি তৈরি বা কেনা

শ) সোনা, রূপা ও প্ল্যাটিনাম শ্রেণীর ধাতুর তৈরি গয়না (ঘড়ি ও ঘড়ির খাপ বাদ দিয়ে) বা দামী পাথর সেটিং সংক্রান্ত কাজ,

ষ) সোনা কেনা, মজুত, লেনদেন করা

স) ব্যক্তিগত সম্পদ অর্থাৎ এমন লগ্নি যা কেবল কোনো ব্যক্তি বা পরিবার সংক্রান্ত

হ) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ ব্যতিত অন্যান্য বিভাগের আওতাধীন পরিকাঠামো উন্নয়ন বা তার রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ

ড়) গ্রাম পঞ্চায়েত বিল্ডিং তৈরি বা তার রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ

ঢ়) নিম্নে উল্লেখিত কিছু জেলার ব্লকে যেখানে আন্তজার্তিক জলপথ আছে সেখানে নিম্নের কাজগুলি করা যাবে না -

- বর্তমানে অবস্থিত সেচ নালা থেকে এমন কোনো সেচ নালা তৈরি করা যাবে না যা নদী, ক্যানেল, লেক বা জলাভূমির জলকে পরিবর্তীত করে
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এমন কোনো কাজের নির্মাণ যা জলের প্রবাহকে বাধা দেবে
- সেচের জন্য জল উত্তোলন সংক্রান্ত কাজ

জেলা	ব্লক	নদী
মালদা	কালিয়াচক ২ মানিকচক	গঙ্গা
মুর্শিদাবাদ	ফারাক্কা সামসেরগঞ্জ সুতি ১ সুতি ২ রঘুনাথগঞ্জ ২ লালগোলা ভগবানগোলা ১, রাণীনগর ২, জলঙ্গী ডোমকল দওদা,	গঙ্গা
জলপাইগুড়ি	সদর	তিস্তা
দার্জিলিং	শিলিগুড়ি, কার্শিয়াং	তিস্তা, মহানন্দা
উত্তর দিনাজপুর	চোপড়া	তিস্তা নদীর ক্যানেল

উল্লেখ করা প্রয়োজন এই তহবিলের আওতায় বড় বড় কাজ বা অভিনব কাজ ধরা প্রয়োজন । এছাড়া যে সকল কাজ করলে পরবর্তী সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি পেতে পারে সেই সকল কাজকেও এই তহবিলের আওতায় গুরুত্ব দিতে হবে ।

২.৩ নিজস্ব তহবিল

স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কর এবং অকর সংগ্রহ করে থাকে । এই কর ও অকর নিয়েই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল । যেহেতু নিজস্ব তহবিল কোনো উপরের স্তরের পঞ্চায়েত বা অন্যান্য বিভাগ বা রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে আসে না, এটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেরাই জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকে তাই এই তহবিলের অর্থ খরচের জন্য অন্য কোনো বিভাগ বা স্তর বা সরকারের বলে দেওয়া শর্ত অনুসারে খরচ করার বাধ্যবাধকতাও গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই । এই তহবিল অনেকাংশেই নিঃশর্ত অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত তার প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের মতো স্বাধীন ভাবে পরিকল্পনা করে খরচ করতে পারে । তবে নিজস্ব তহবিলের অর্থ যাতে কেবলমাত্র প্রশাসনিক কাজে ব্যয় না হয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ব্যয় হয় তার জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের নির্দেশানুসারে মোট নিঃশর্ত তহবিল খরচের ৫০ শতাংশ অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতকে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে খরচ করতেই হবে । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে উন্নয়নের জন্য নিঃশর্ত তহবিল ব্যয় করার ক্ষেত্রে সেই সকল কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন

যে সকল কাজ অন্যান্য শর্তাধীন তহবিলগুলি থেকে করা যায় না বা করার সুযোগ কম, যেমন- অসহায় দরিদ্র মানুষদের প্রয়োজনীয় সহায়তা (কারণ ব্যক্তিগত সহায়তা বর্তমানে শর্তাধীন তহবিলগুলি থেকে রূপায়ণ করার সুযোগ কম) ইত্যাদি ।

২.৪ মহত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচির তহবিল

এই তহবিলের আওতায় কী কী কাজ করা যাবে বা যাবে না সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা এই ম্যানুয়ালে আলোচনা করা হল না । এই বিষয়ে ব্লক স্তরের বা জেলা স্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ যে নির্দেশ দেবেন সেই অনুসারে এই তহবিলের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে ।

২.৫ অন্যান্য তহবিল

উপরিউক্ত তহবিলগুলি ব্যতিত আর যে সকল তহবিল গ্রাম পঞ্চায়েত পেয়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা শর্তাধীন হয়ে থাকে বা সেই তহবিল বরাদ্দের সময় বলে দেওয়া থাকে সেই তহবিলের আওতায় কীভাবে পরিকল্পনা করতে হবে এবং কত টাকার পরিকল্পনা করতে হবে । যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে অন্যান্য কী কী তহবিল পেতে পারে তার সুস্পষ্ট দিশা না থাকে তাহলে পরিকল্পনায় সেই সংক্রান্ত কোনো কাজ ধরবে না । উদাহারণ হিসাবে বলা যেতে পারে গ্রাম পঞ্চায়েত যদি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের কাজ রূপায়ণ করতে চায় তাহলে তার জন্য পরিকল্পনায় কাজ ধরতে পারে এবং মিশন নির্মল বাংলার আওতায় ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেতে পারে । কিন্তু সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের এই স্কীম পরিকল্পনায় ধরার প্রয়োজন নেই । যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত এই স্কীম রূপায়ণ করবে কেবল তারাই এই স্কীমটি পরিকল্পনায় ধরবে । এছাড়া অনেক সময় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সংশ্লিষ্ট বিধায়ক কোনো বিশেষ কাজ রূপায়ণ করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে তহবিল প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন । সেক্ষেত্রে সেই গ্রাম পঞ্চায়েত সেই নির্দিষ্ট কাজটি পরিকল্পনায় ধরবেন । কিন্তু কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত আগে কখন বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থ পেয়েছিল তাই প্রতি বছরই সেই তহবিলের আওতায় পরিকল্পনা ধরবে এমনটা করা যাবে না ।

৩. গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনার পদ্ধতি

আগেই আলোচনা করা হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত হল স্থানীয় সরকার । স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত সেই কাজগুলিই তার পরিকল্পনায় নেবে যেগুলি রূপায়ণ করলে এলাকার মানুষের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন হবে অর্থাৎ এককথায় বলা যেতে পারে জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন হবে । এলাকার মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কী কী কাজ করা প্রয়োজন তা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য বা কর্মচারীদের থেকে এলাকার মানুষ নিজেরা তাদের সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার কথা অনেক বেশি ভালো করে বলতে পারবেন । এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের তত্বাবধানে বিগত ২০১৬-১৭ সালে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা (GPDP) তৈরি করা হয়েছিল । এই উদ্দেশ্যে এলাকার মানুষের সাথে পাড়া বৈঠক করে তাদের সমস্যাগুলি জানা ও বোঝার চেষ্টা করা হয়েছিল । উল্লেখ করা যেতে পারে পঞ্চায়েত আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রতি বছর দুই বার করে প্রতিটি গ্রাম সংসদে গ্রাম সংসদ সভা আয়োজিত হয়ে থাকে । একটি হয় মে মাসে যা বাৎসরিক গ্রাম সংসদ সভা এবং আরেকটি সভা হয় নভেম্বর মাসে যা ষান্মাসিক গ্রাম সংদ সভা । মে মাসের বাৎসরিক গ্রাম সংসদ সভার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল গ্রাম সংসদের মানুষরা এই সভায় এসে আগামী বছর তাদের এলাকায় কী কী কাজ করা প্রয়োজন সেই বিষয়গুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে জানায় । মে মাসের গ্রাম সংসদ সভার সভাপতিত্ব করেন প্রধান বা উপ-প্রধান বা তাদের অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের নির্বাচিত সদস্য । এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন কর্মচারী সভার কাজটি পরিচালনা করেন । এই কর্মচারীর অন্যতম দায়িত্ব হল গ্রাম সংসদের মানুষরা যে সকল কাজ করার জন্য দাবি জানালেন সেগুলি গ্রাম সংসদের রেজ্যুলিউশন খাতায় লিখে রাখা ।

> খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটি গ্রাম সংসদ সভার রেজ্যুলিউশন খাতাতে গ্রামের মানুষরা যে সকল প্রয়োজনীয়তার কথা বা দাবি জানাচ্ছেন তা যেন লেখা থাকে । এই লেখার কাজটি করবেন সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী ।

ধরা যাক, যদি কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২টি গ্রাম সংসদ আছে তাহলে ১২টি আলাদা আলাদা বাৎসরিক গ্রাম সংসদ সভা হবে এবং ১২টি গ্রাম সংসদ থেকেই বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনীয়তা বা দাবি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে আসতে পারে এবং ১২টি গ্রাম সংসদের রেজ্যুলিউশন খাতায় সেই এলাকার দাবি বা প্রয়োজনীয়তাগুলি লেখা থাকবে । এখন প্রশ্ন হল গ্রাম পঞ্চায়েত তার পরিকল্পনায় কি সকল দাবিগুলিই কাজ হিসাবে ধরবে ?

মনে রাখা প্রয়োজন গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে । কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো নির্দিষ্ট বছরে কিছু সীমাবদ্ধ তহবিলই পেয়ে থাকে । তাই এক বছরেই গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে তার এলাকার সকল মানুষদের সকল সমস্যা মেটানো সম্ভব নয় । গ্রাম পঞ্চায়েতকে সবার আগে আগামী বছর কী কী তহবিল পেতে পারে তা চিহ্নিত করতে হবে এবং সেই তহবিলের আওতায় কত পরিমাণে অর্থ পেতে পারে তা চিহ্নিত করতে হবে ।

আইন অনুসারে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট ও পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলা প্রয়োজন । গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশে নির্বাহী সহায়ক প্রাথমিক খসড়া বাজেট তৈরি করবেন । তার আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় এই বিষয়ে সিধান্ত নেওয়া প্রয়োজন যে আগামী আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত যে যে তহবিল থেকে যে পরিমাণে অর্থ পেতে পারে তা থেকে কোন উপ-সমিতি কত টাকার পরিকল্পনা ধরবে । এই গৃহীত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতিগুলিকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ।

২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের আওতায় মোট কত টাকার পরিকল্পনা ধরা হবে ?

২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের আওতায় দুইবার তহবিল পেয়েছে । এই বছর কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত মোট যে অর্থ কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের আওতায় পেল ঠিক তত টাকার পরিকল্পনাই ২০১৮-১৯ সালের জন্য ধরবে ।

উপ-সমিতিগুলি এর এবং গ্রাম সংসদ থেকে উঠে আসা চাহিদার ভিত্তিতে তার ক্ষেত্র ভিত্তিক খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করবে । উল্লেখ করা যেতে পারে উপ-সমিতিগুলির পরিকল্পনা নিয়েই হল গ্রাম পঞ্চায়েতের খসড়া পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই নির্বাহী সহায়ককে প্রাথমিক খসড়া বাজেট (ফর্ম ৩৬) তৈরি করা দরকার । ৩০ অক্টোবরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সাধারণ সভাতে এই প্রাথমিক পরিকল্পনা ও বাজেট, খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেট হিসাবে গ্রহণ করতে হবে ।

উল্লেখ করা প্রয়োজন ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে যে খসড়া বাজেট ও পরিকল্পনা তৈরি হবে তাতে-

১) যোগত্যাভিত্তিক অনুদান ঘোষিত না হলে তা পরিকল্পনা ধরা যাবে না

২) মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনা যদি তৈরি হয়ে থাকে তাহলে খসড়া পরিকল্পনা ও বাজেটের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে

এই খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট নভেম্বর মাসের গ্রাম সংসদ সভাগুলিতে আলোচনার জন্য পেশ করতে হবে । গ্রাম সংসদের সভাতে গ্রামের মানুষরা এর উপর তাদের মতামত দেবেন । কোনো নতুন কাজের প্রস্তাবও দিতে পারেন বা খসড়া পরিকল্পনাতে যে কাজগুলি ধরা হয়েছে তা পরিবর্তনের জন্য মতামত দিতে পারেন ।

একইভাবে ডিসেম্বর মাসের গ্রাম সভাতে আলোচনার জন্য পেশ করতে হবে । গ্রাম সংসদের সভাতে গ্রামের মানুষরা এর উপর তাদের মতামত দেবেন । কোনো নতুন কাজের প্রস্তাবও দিতে পারেন বা খসড়া পরিকল্পনাতে যে কাজগুলি ধরা হয়েছে তা পরিবর্তনের জন্য মতামত দিতে পারেন ।

এছাড়া খসড়া বাজেট গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ড সহ সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য প্রকাশ্য দুইটি স্থানে টাঙাতে হবে । পঞ্চায়েত সমিতিকে পাঠাতে হবে মতামত দেবার জন্য । যদি কোনো মতামত পঞ্চায়েত সমিতি থেকে না আসে তাহলে ধরে নিতে হবে কোনো মতামত পঞ্চায়েত সমিতির দেওয়ার নেই ।

খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ও বাজেটের উপর সকল মতামত পাওয়া হয়ে গেলে সেই অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেটকে পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে । পরিকল্পনা ও বাজেট চূড়ান্ত করার আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আওতায় যোগত্যাভিত্তিক অনুদানের জন্য যে ঋনাত্মক তালিকা আছে তার সঙ্গে খসড়া পরিকল্পনার প্রতিটি কাজকে মিলিয়ে দেখবেন যাতে ঋণাত্মক তালিকার একটি কাজও পরিকল্পনায় না থাকে ।

গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনাটি নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটেই (সংযোজনি ১) তৈরি করতে হবে
- কোনো তহবিলকেই সকল গ্রাম সংসদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে না
- জমি যদি গ্রাম পঞ্চায়েত নিশ্চিত না করতে পারে তাহলে সেই জমিতে কোনো পরিকল্পনা ধরা যাবে না
- পরিকল্পনা ও বাজেটের নথিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের তারিখ (যে তারিখে অনুমোদন হল) সহ স্বাক্ষর থাকতে হবে
- বাজেটে মোট আয় (প্রারম্ভিক স্থিতি ও বছরের আয়) মোট ব্যয়ের (সমাপন স্থিতি ও বছরের ব্যয়ের) সমান হবে
- কোনো তহবিলের আওতায় বাজেটে যত টাকা বরাদ্দ আছে ঠিক সমপরিমাণ অর্থের কাজ পরিকল্পনায় ধরতে হবে (উদাহারণ হিসাবে বলা যেতে পারে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের মূল তহবিল বাবদ বাজেটে যদি ২৮ লক্ষ টাকা ধরা থাকে তাহলে পরিকল্পনা নথিতে যদি ৮টি কাজ কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের মূল তহবিলের আওতায় ধরা থাকে তাদের মোট ব্যয় বরাদ্দ হবে ২৮ লক্ষ)
- যে তহবিল থেকে যে ধরনের কাজ করা যায় সেই তহবিল থেকে সেই ধরনের কাজই ধরতে হবে । অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে তহবিল থেকে যে ধরনের কাজ করা যায় না সেই তহবিল থেকে সেই ধরনের কাজ ধরা যাবে না
- যে কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় করা প্রয়োজন কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে অধিক ব্যয় সংক্রান্ত কারণে বা বেশি করিগরি দক্ষতার প্রয়োজন সেই কারণে করা সম্ভব নয় সেইগুলি পরিকল্পনায় লিখে পঞ্চায়েত সমিতিকে রেফার করে দেবে । এই ধরনের কাজগুলির ক্ষেত্রে তহবিলের নাম ও পরিমাণ লেখার প্রয়োজন নেই

এরপর ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সাধারণ সভাতে খসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন করতে হবে । এই সভার রেজ্যুলিউশনে এই মর্মে লিখতে হবে যে ঋনাত্মক তালিকার কোনো কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনাতে ধরা নেই ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সাধারণ সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ও বাজেটের চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

- গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সভাতে পরিকল্পনা ও বাজেটের চূড়ান্ত অনুমোদন হবে তা বিশেষ সভা হতে হবে অর্থাৎ সভাটির আলোচ্যসূচি একটি থাকবে এবং সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট উপস্থিত সদস্য সংখ্যা (পঞ্চায়েত সমিতি সহ) কমপক্ষে ৫০ শতাংশ হবে
- সভাটিতে এই মর্মে রেজ্যুলিউশন নিতে হবে যে পরিকল্পনার অন্তগর্ত সব কয়টি কাজকে নির্মাণ সহায়ক খতিয়ে দেখেছেন এবং ঋনাত্মক তালিকার অন্তর্গত কোনো কাজ পরিকল্পনায় ধরা নেই ।
- সভার বিস্তারিত বিবরণ লেখা হয়ে গেলে সভার সভাপতির তারিখ সহ স্বাক্ষর থাকতে হবে

পরিকল্পনা ও বাজেট চূড়ান্ত হয়ে গেলে বাজেটের একটি প্রতিলিপি পঞ্চায়েত সমিতিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠাতে হবে ।

পরিকল্পনা রচনার পর্যায় সারণি (ফ্লো চার্ট)

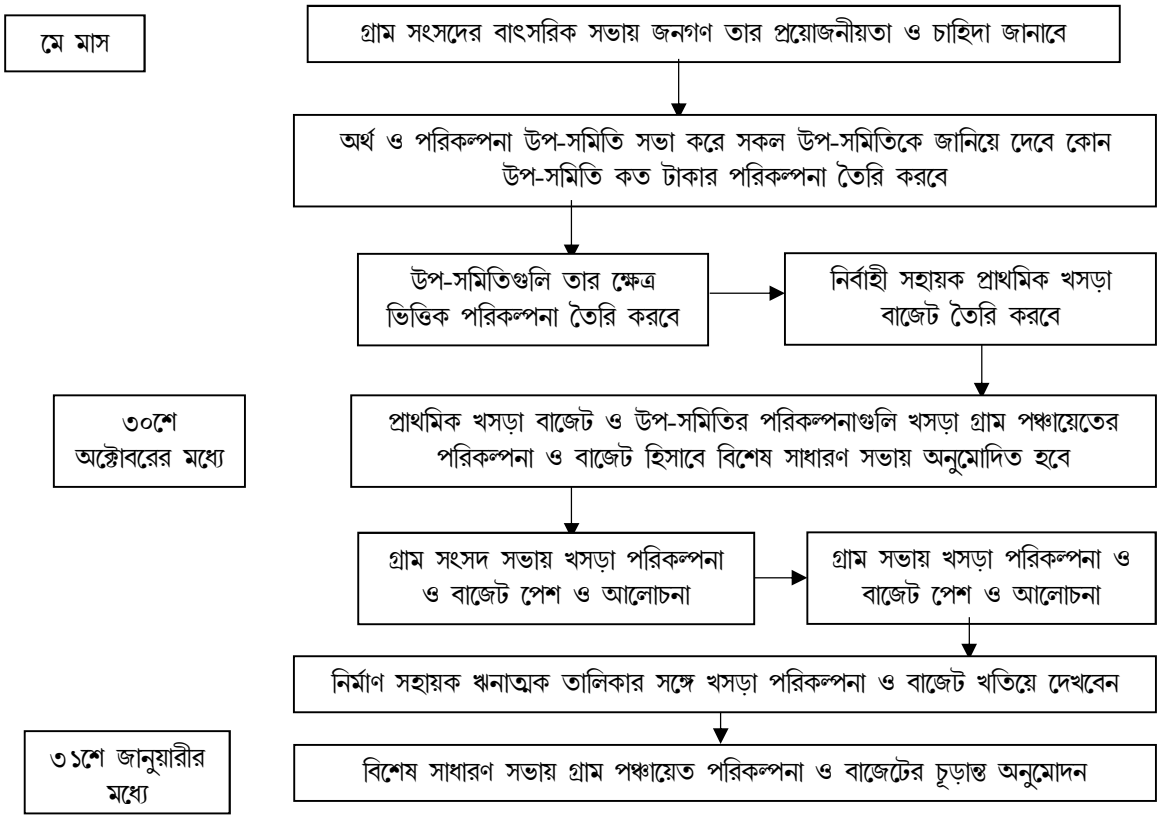

পি.বি.জি. বাবদ কত টাকা ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের পরিকল্পনায় গ্রাম পঞ্চায়েত ধরবে ?

যতক্ষণ পর্যন্ত পি.বি.জি. ঘোষিত হচ্ছে না ততক্ষণ পি.বি.জি.-র আওতায় ২০১৮-১৯ সালের পরিকল্পনায় গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো কাজ ধরবে না । পি.বি.জি. ঘোষিত হলে যে পরিমাণ অর্থ ঘোষিত হবে ঠিক তত পরিমাণ অর্থের জন্যই গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ধরবে ।

পি.বি.জি-র মধ্যে তিন ধরনের টাকা আছে । পরিকল্পনার ফর্ম্যাটে কীভাবে তহবিলের নাম ও পরিমাণ লেখা হবে ?

পি.বি.জি.-র আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচির অনুদান, রাজ্য অর্থ কমিশনের অনুদান ও কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের উৎসাহবর্ধক তহবিল আছে । পি.বি.জি. ঘোষণার সময় কোন তহবিল কত পরিমাণে পাবে তা উল্লেখ থাকে । পরিকল্পনার ফর্ম্যাটে ঠিক সেই ভাবেই তহবিলের নাম ও পরিমাণ লিখতে হবে । যেমন যদি মোট পি.বি.জি ৪০ লক্ষ হয় এবং এর মধ্যে ১৬ লক্ষ আই.এস.জি.পি.পি. ২ থেকে, ২০ লক্ষ কেন্দ্রীর অর্থ কমিশনের উৎসাহ বর্ধক তহবিল থেকে এবং ৪ লক্ষ টাকা রাজ্য অর্থ কমিশন থেকে পাওয়া যাবে বলে ঘোষিত হয়ে থাকে তাহলে পরিকল্পনার ফর্ম্যাটে কাজের তহবিলের জায়গায় পি.বি.জি. আই.এস.জি.পি.পি. ২ - এই ভাবে বা পি.বি.জি. রাজ্য অর্থ কমিশন - এইভাবে উল্লেখ করতে হবে ।

তহবিলের নাম	তহবিলের পরিমাণ
পি.বি.জি. - রাজ্য অর্থ কমিশন	৪ লক্ষ
পি.বি.জি. - আই.এস.জি.পি.পি. ২	৩ লক্ষ

পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়নের ইন্ডেক্স (VGDI)

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচির উদ্যোগে ২০১২ সাল থেকে নয়টি জেলার ১০০০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নয়নের ইন্ডেক্স তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল । এই ইন্ডেক্সের উদ্দেশ্য হল গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কোন কোন গ্রাম সংসদে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষরা বসবাস করে তা চিহ্নিত করা, কিছু নির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে সেই সকল গ্রাম সংদের পরিকাঠামোগত

অবস্থান বিশ্লেষণ করা এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরি করা । বর্তমানে রাজ্যের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচির আওতায় এসেছে । সেই মোতাবেক যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত ইতিমধ্যেই এই ইন্ডেক্সটি তৈরি করেছে তারা পরিকল্পনা রচনার সময় তাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের নিরিখে ইন্ডেক্সটিকে আপডেট করবে এবং যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত এখনও ইন্ডেক্সটি তৈরি করেনি তারা এই বছর পরিকল্পনা রচনার সময় এই ইন্ডেক্সটি তৈরি করবে এবং তার ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষজন যে গ্রাম সংসদে সবথেকে বেশি বসবাস করে সেই সকল এলাকার উন্নয়নের জন্য যাতে পরিকল্পনা নেওয়া হয় তা নিশ্চিত করবে ।

ভি.জি.ডি.আই.-তে তিন ধরনের ফর্ম্যাট আছে । প্রথম ফর্ম্যাটে (ফর্ম্যাট ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত প্রতিটি গ্রাম সংসদে কোন ধরনের এবং মোট কত শতাংশ পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ বসবাস করে তা চিহ্নিত করবে । এই তথ্য সংগ্রহের জন্য নতুন করে তথ্য সংগ্রহ না করে যে সকল তথ্য ইতিমধ্যেই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে আছে তার ভিত্তিতে ফর্ম্যাটটি তৈরি করতে হবে । দ্বিতীয় ফর্ম্যাটে গ্রাম সংসদের নাম লেখার সময় ফর্ম্যাট-ক তে যে গ্রাম সংসদে সব থেকে বেশি পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ বাস করে তার নাম সবার উপর লিখতে হবে এবং এইভাবে ক্রমান্বয়ে গ্রাম সংসদগুলির নাম আসবে । এরপর নির্দিষ্ট কিছু সূচকের ভিত্তিতে (যেমন- রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা, সামাজিক পরিকাঠামো ইত্যাদি) ওই এলাকার অবস্থান কেমন তা বিশ্লেষণ করতে হবে এবং দেখতে হবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষজন যে সকল গ্রাম সংসদে বসবাস করে তাদের এলাকার পরিকাঠামোগত কী কী ঘাটতি আছে । এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষজন যে সকল গ্রাম সংসদে বসবাস করে সেই সকল এলাকাকে আগামী আর্থিক বছরের পরিকল্পনায় গুরুত্ব দিতে হবে । ফর্ম্যাট গ-তে কী কী পরিকল্পনা নেওয়া হল তা লিখতে হয় । সমগ্র প্রক্রিয়াটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নেতৃত্বে সকল নির্বাচিত সদস্য ও কর্মচারীরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে বসে করবেন ।

মনে রাখতে হবে

- ✓ গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা প্রক্রিয়ার শুরুতেই এই ভি.জি.ডি. ইন্ডেক্সটি তৈরি করতে হবে
- ✓ এই ইন্ডেক্সের সারণি খ তে যে ক্রমানুয়ে গ্রাম সংসদগুলি আছে তার ভিত্তিতে সব থেকে উপরের তিনটি গ্রাম সংসদের মধ্যে কমপক্ষে যে কোনো একটিতে যাতে গ্রাম পঞ্চায়েত নিঃশর্ত তহবিল থেকে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করতে হবে
- ✓ ভি.জি.ডি.আই. ইন্ডেক্স অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় কী কাজ ধরা হল সেই মর্মে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার রেজ্যুলিউশন লেখা থাকতে হবে

ভৌগোলিক তথ্যপ্রদান ব্যবস্থাপনা বা জিওগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সিস্টেম

বর্তমানে আই.এস.জি.পি. কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের নয়টি জেলার সকল গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা ও তদারকির কাজে এই জি.আই.এস. প্রযুক্তি ব্যবহার করছে । এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একদিকে যেমন বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে কোথায় কোন সম্পদ আছে তা চিহ্নিত করা সম্ভব অন্যদিকে এর প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে পরিকল্পনার অন্তর্গত পরিকাঠামোগত কাজগুলির রূপায়ণের কতটা অগ্রগতি হল তার তদারকিও করা সম্ভব ।

জি.আই.এস. প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য একটি জি.পি.এস. (গ্লোবাল পোজিশনিং সিস্টেম) যন্ত্র প্রয়োজন হয় যা কাজে লাগিয়ে কাঙ্খিত বস্তু বা প্রতিষ্ঠানের ছবিসহ অবস্থান (অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ) উপগ্রহের মাধ্যমে মানচিত্রের মধ্যে দেখানো সম্ভব হয় । এই ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত একটি করে বেস ম্যাপ তৈরি করে যা প্রতি বছর হালনাগাদ করতে হয় । এর ফলে উপগ্রহ সেবিত চিত্রের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোথায় কোথায় কী সম্পদ আছে তা চিহ্নিত করা সম্ভব । গ্রাম পঞ্চায়েত যখন তার পরিকল্পনা রচনার প্রক্রিয়াটি শুরু করবে তখন এই ব্যবস্থাপনার আওতাধীন বেস ম্যাপটিকে পরিকল্পনা রচনার কাজে ব্যবহার করতে হবে । উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের আওতাভুক্ত নয়টি জেলার সকল গ্রাম পঞ্চায়েত এই ব্যবস্থাপনাটি ব্যবহার করছে ।

গ্রাম পঞ্চায়েত কি পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন বছরের মাঝে করতে পারে ?

নিম্নলিখিত কারণগুলি ঘটলে গ্রাম পঞ্চায়েত তার পরিকল্পনায় পরিবর্তন করতে পারে -

- ✓ আর্থিক বছরের মাঝে হঠাৎ কোনো তহবিল প্রাপ্তি ঘটলে
- ✓ কোনো বিশেষ কারণে যদি পরিকল্পনা নথিতে উল্লেখ করা স্থান বা তহবিলের উৎস বা পরিমাণ পরিবর্তন হয়
- ✓ পরিকল্পনায় গৃহীত কাজ যদি ইতিমধ্যেই অন্য কোনো স্তর বা বিভাগ দ্বারা রূপায়িত হয়ে যায়

পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন কীভাবে করতে হবে ?

- গ্রাম পঞ্চায়েত যদি পরিকল্পনার অন্তগর্ত কোনো কাজের স্থান, পরিমাণ বা তহবিলের উৎস পরিবর্তন করে তাহলে সাধারণ বৈঠকে তা করতে হবে । সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা বিভাগ যারা এই কাজটি সংক্রান্ত তহবিল দিচ্ছেন তাদেরকে কী পরিবর্তন হল তা জানাতে হবে ।
- যদি বছরের মাঝে কোনো তহবিল হঠাৎ করে প্রাপ্তি হয় বা যে পরিমাণ তহবিলের কাজ পরিকল্পনায় ধরা ছিল তার থেকে বেশি পরিমাণে তহবিল প্রাপ্তি হয় তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত তার সাধারণ সভায় এই তহবিল থেকে কী কী কাজ করা হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে । এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে পরিপূরক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং যে সংস্থা থেকে তহবিল প্রাপ্তি হচ্ছে তাদেরকে জানাতে হবে ।

সংশোধিত বাজেট প্রস্তুতি

সংশোধিত বাজেট কি গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রস্তুত করতেই হবে ?

গ্রাম পঞ্চায়েত যেকোনো বছরের বাজেট (ফর্ম ৩৬) কাজগুলি রূপায়ণের পূর্ববর্তী বছর তৈরি করে থাকে । বাজেট হল আয় ও ব্যয়ের সম্ভাব হিসাব । প্রায় সব গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেই যে বাজেট তৈরি করা হয়ে থাকে সেই অনুসারে অর্থ প্রাপ্তি হয় না । সেইহেতু গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংশোধিত বাজেট (ফর্ম ৩৮) প্রস্তুত করতেই হবে ।

সংশোধিত বাজেট (ফর্ম ৩৮) কখন এবং কীভাবে তৈরি করতে হবে ?

- ✓ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নির্দেশে নির্বাহী সহায়ক ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যে চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটের খসড়া তৈরি করবেন । চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের যে প্রকৃত আয় হয়েছিল এবং জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত যে সম্ভাব্য আয় হতে পারে তা বিবেচনা করে এই খসড়া সংশোধিত বাজেট তৈরি করতে হবে ।
- ✓ ৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির বৈঠকে এই খসড়া সংশোধিত বাজেট আলোচনার জন্য পেশ করতে হবে ।
- ✓ ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সাধারণ সভাতে এই খসড়া সংশোধিত বাজেটকে (ফর্ম ৩৮) অনুমোদন দিয়ে চূরান্ত সংশোধিত বাজেট হিসাবে গ্রহণ করতে হবে ।
- ✓ এই সংশোধিত বাজেটের একটি প্রতিলিপি পঞ্চায়েত সমিতিকে পাঠাতে হবে এবং পরবর্তী বছরের গ্রাম সংসদের বাৎসরিক সভায় জনগণকে জানাতে হবে ।

সংশোধিত বাজেট (ফর্ম ৩৮) তৈরি হবার পর যদি কোনো তহবিল গ্রাম পঞ্চায়েত পায় তাহলে কী করতে হবে ?

সংশোধিত বাজেট তৈরি হয়ে যাওয়ার পরও যদি কোনো তহবিল গ্রাম পঞ্চায়েত পেয়ে থাকে তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ সভা ডেকে অনুমোদিত ফর্ম ৩৮কে পুণরায় সংশোধিত করতে হবে । এটির একটি প্রতিলিপি পঞ্চায়েত সমিতিকে পাঠাতে হবে ।

৪. গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার রূপায়ণ

কোনো আর্থিক বছরের পরিকল্পনা তার পূর্ববর্তী বছরে তৈরি করা থাকে । আর্থিক বছর যখন শুরু হয় গ্রাম পঞ্চায়েত যেমন যেমন তহবিল পেয়ে থাকে তেমন ভাবে তার পরিকল্পনার নথি থেকে স্কীমগুলিকে রূপায়িত করতে থাকে । এক্ষেত্রে কোনো একটি আর্থিক বছরে কীভাবে পরিকল্পনা রূপায়িত হবে সেই সম্বন্ধে ধাপগুলি নীচে আলোচনা করা হয় ।

❖ গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো তহবিলের আওতায় কোনো অর্থ প্রাপ্তি হলে সবার আগে দেখে নিতে হবে সেই তহবিলের আওতায় কাজ পরিকল্পনার নথিতে ধরা আছে কিনা । যদি এমন কোনো তহবিল গ্রাম পঞ্চায়েত পেয়ে থাকে যার আওতাধীন কোনো কাজ পরিকল্পনার নথিতে নেই তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত সেই তহবিলের আওতায় একটি পরিপূরক পরিকল্পনা তৈরি করবে । এই পরিপূরক পরিকল্পনাটি গ্রাম পঞ্চায়েত তার সাধারণ সভায় আলোচনা করে তৈরি করবে এবং এক্ষেত্রে যে সকল দাবি বা প্রয়োজনীয়তাগুলি গ্রাম সংসদের সভা বা গ্রাম সভা থেকে উঠে এসেছিল অথচ পরিকল্পনায় এখনও নেওয়া হয়নি সেই কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে । এই তহবিলের আওতাধীন পরিপূরক পরিকল্পনাটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে তার সাধারণ সভায় অনুমোদন করাতে হবে এবং তারপরই এই পরিপূরক পরিকল্পনা অনুসারে এই তহবিলের আওতাধীন কাজগুলির রূপায়ণ শুরু হবে । পরিপূরক পরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষেত্রেও গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরিকল্পনার জন্য যে নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটটি আছে তা ব্যবহার করতে হবে এবং তা উপ-সমিতি ভিত্তিক হবে । উল্লেখ করা যেতে পারে গ্রাম পঞ্চায়েত একাধিক তহবিলের পরিপূরক পরিকল্পনা একসাথে তৈরি করতে পারে অথবা যখন যেমন নতুন অর্থ প্রাপ্তি হবে তখন আলাদা আলাদা ভাবেও পরিপূরক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে । হঠাৎ প্রাপ্ত তহবিলের ক্ষেত্রে বা পরিকল্পনায় কাজ ধরা নেই এমন তহবিলের ক্ষেত্রে পরিপূরক পরিকল্পনা তৈরি না করে কোনো কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত রূপায়ণ করবে না ।

❖ অন্যদিকে যদি ইতিমধ্যেই কোনো তহবিলের আওতায় পরিকল্পনা নথিতে কাজ ধরা থাকে এবং সেই তহবিলের আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক প্রাপ্তি ঘটে তাহলে আর্থিক প্রাপ্তির পর গ্রাম পঞ্চায়েত তার সাধারণ সভাতে ওই তহবিলের আওতায় কোন কোন কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়িত হবে তার সিদ্ধান্ত নেবে । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যদি কোনো তহবিলের আওতায় সমগ্র তহবিলের একসঙ্গে প্রাপ্তি ঘটে তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত তার সাধারণ সভাতে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারে পরিকল্পনা নথির সকল কাজ রূপায়ণ হবে । কিন্তু পরিকল্পনা নথিতে কোনো তহবিলের যে পরিমাণে অর্থ ধরা আছে সেই পরিমাণে অর্থ প্রাপ্তি না হয়ে যদি তার কিছু অংশ গ্রাম পঞ্চায়েত পেয়ে থাকে তাহলে পরিকল্পনা নথির কোন কাজগুলি প্রাপ্ত তহবিলের অনুসারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আগে রূপায়ণ করা হবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিতে হবে ।

❖ যে কাজগুলি পরিকাঠামোগত কাজ নয় সেই কাজগুলি সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির সহায়তায় গ্রাম পঞ্চায়েত রূপায়িত করবে । পরিকাঠামোগত কাজের ক্ষেত্রে নির্মাণ সহায়ক অনুমোদিত কাজগুলির নক্সা ও প্রাককলন তৈরি করবে । এর জন্য নির্মাণ সহায়ককে প্রয়োজনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শণ করতে হবে । উল্লেখ করা যেতে পারে নক্সা ও প্রাককলন তৈরি করার সময় কোনো পরিকাঠামোগত কাজ রূপায়ণ করার সময় যে যে পরিবেশগত সুরক্ষার জন্য যে যে পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করে রাখা প্রয়োজন, ওয়েব নির্ভর তদারকি ব্যবস্থাপনার আওতায় সেগুলি চিহ্নিত করে রাখতে হবে ।

❖ এরপর পরিকাঠামোগত কাজের রূপায়ণের জন্য অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি তার সভাতে সেই কাজটির প্রোকিওরমেন্ট সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবে । অর্থাৎ কাজগুলি রূপায়ণের বিষয়ে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি কাজগুলিকে অনুমোদন দেবে । অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির খাতায় এই অনুমোদন সংক্রান্ত সুস্পষ্ট রেজ্যুলিউশন থাকতে হবে । অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি তার সভায় এক বা একাধিক স্কীমের একসাথে অনুমোদন দিতে পারে ।

যদি কোনো তহবিলের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত আগের আর্থিক বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ চলতি বছরে পেয়ে থাকে তাহলে কোন কাজগুলি রূপায়ণ করবে ? পূর্ববর্তী বছরের নাকি ওই তহবিলের আওতায় এই বছরে যে কাজগুলি ধরা আছে সেগুলি ?

গ্রাম পঞ্চায়েত যদি আগের বছরের পরিকল্পনার অন্তর্গত কাজগুলি করতে চায় তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভাতে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং যেহেতু ওই কাজগুলি এই বছরের পরিকল্পনায় নেই তাই ওই কাজগুলিকে এই বছরের পরিকল্পনার আওতাভুক্ত করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা সংস্থাগুলিকে জানাতে হবে । যদি চলতি বছরের পরিকল্পনার অন্তগর্ত কাজগুলি আগের বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে করতে চায় তাহলেও করতে পারে । উল্লেখ করা যেতে পারে পরিকল্পনার নথিতে তহবিলের নাম ও অর্থ লেখা থাকে তাতে কোন বছরের বরাদ্দ তা লেখা থাকে না ।

৫. গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা রূপায়িত কাজগুলির তদারকি

গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা রূপায়িত কাজগুলির তদারকি করার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের ভূমিকা আছে তেমনি নির্বাচিত প্রতিনিধীদেরও ভূমিকা আছে । পরিকাঠামোগত কাজগুলির ক্ষেত্রে নির্মাণ সহায়ক কাজগুলির রূপায়ণের সময় প্রকল্প এলাকা

পরিদর্শণ করবেন এবং কাজটির নক্সা ও প্রাককলন অনুসারে কাজটি রূপায়িত হচ্ছে কিনা তার তদারকি করবেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন । এছাড়া কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ যে উপ-সমিতির অন্তর্গত সেই কাজটির রূপায়ণের সময় সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির সঞ্চালককেও প্রকল্প এলাকা পরিদর্শণ করতে হবে । প্রকল্পের রূপায়ণ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির সভা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় বিষয়টিকে সমাধানের জন্য উপস্থাপিত করতে হবে । যে এলাকায় প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে সেই এলাকার নির্বাচিত সদস্যকেও রূপায়ণের সময় প্রকল্প এলাকায় নিয়মিত পরিদর্শন করা প্রয়োজন এবং কোনো সমস্যা দেখা দিলে সামাধানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় বিষয়টিকে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন । সমগ্র পরিকল্পনাটি সঠিক ভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা তা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমগ্রিকভাবে তদারকি করবেন ।

ওয়েব নির্ভর তদারকি ব্যবস্থাপনা ও জি আই এস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিকল্পনা রূপায়ণের তদারকি

- ✓ গ্রাম পঞ্চায়েত ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে তার পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার পর নিঃশর্ত তহবিলের আওতাধীন সকল পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজগুলিকে ওয়েবনির্ভর তদারকি ব্যবস্থাপনার মধ্যে নথিভুক্ত করবে ।
- ✓ এরপর যেমন যেমন যে কাজগুলি রূপায়িত হবে সেই কাজের রূপায়ণের অগ্রগতি এই ব্যবস্থাপনায় নথিভুক্ত করতে হবে ।
- ✓ উল্লেখ করা যেতে পারে যে সকল কাজ সংশোধিত বা পরিপূরক পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হল সেইকাজগুলির তদারকির জন্যও এই ব্যবস্থাপনায় কাজগুলিকে নথিভুক্ত করতে হবে ।
- ✓ এছাড়া নির্মাণ সহায়ক নিঃশর্ত তহবিলের আওতাধীন কাজগুলিকে জি আই এসের মাধ্যমে কাজ শুরুর আগে, মাঝে ও শেষে ছবি তুলে এই ব্যবস্থাপনায় আপলোড করবে যার মাধ্যমেও কাজের অগ্রগতি তদারকি করা সম্ভব হবে ।

পরিবেশগত সুরক্ষার পদক্ষেপগুলি নেওয়া হল কিনা তার তদারকি

নিঃশর্ত তহবিলের আওতায় যে সকল পরিকাঠামোগত কাজ রূপায়ণ করা হচ্ছে সেগুলির ক্ষেত্রে কাজটির নক্সা ও প্রাককলন তৈরির সময় যে সকল পরিবেশগত সুরক্ষার পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল সেগুলি বাস্তাবিক ভাবে নেওয়া হল কীনা তা নির্মাণ সহায়ক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে দেখবেন এবং ওয়েব নির্ভর তদারকি ব্যবস্থাপনার আওতায় তা যথাস্থানে নথিভুক্ত করে একটি কপি প্রিন্ট নিয়ে কাজটির প্রোকিওরমেন্ট ফাইলে রেখে দেবেন । এই পরিবেশগত সুরক্ষার পদক্ষেপগুলি যাতে নেওয়া হয় তা নির্মাণ সহায়ককে নিশ্চিত করতে হবে ।

সংযোজনী ১ /পত্রাঙ্ক : ২৪৭(১৯)/আই.এস.জি.পি.পি/সি.বি.-৪/২০১৬, তারিখ : ১২/০৯/২০১৬/

.....গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতি ভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা

ব্লকের নাম : জেলার নাম :

আর্থিক বছর (২০ - ২০)											
উপ-সমিতি :							ক্ষেত্র :				
ক্রং নং	কাজের নাম	কাজ থেকে প্রত্যাশিত সুফল	গ্রাম সংসদের নাম / নং	কাজের স্থান		কাজের পরিমাণ (সংখ্যা / দৈর্ঘ্য / আয়তন)	প্রকল্পের জমিটি কার (ব্যক্তিগত/গ্রাম পঞ্চায়েতের/অন্য বিভাগের/খাস)	তহবিলের নাম #	তহবিলের পরিমাণ	কাজ শুরু ও সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য (পঞ্চায়েতের অন্য কোনো স্তর বা বিভাগের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব)
				মৌজার নাম ও নং	দাগ নং						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

পৃষ্ঠা নং :

দুই বা তার বেশি তহবিলের সমন্বয়ে তৈরি কাজের ক্ষেত্রে প্রতিটি তহবিলের নাম ও পরিমাণ তহবিলের নামের ঘরে (কলম-৯) লিখে মোট টাকার পরিমাণ তহবিলের পরিমাণের ঘরে (কলম-১০) লিখতে হবে